বাংলাদেশের বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়

সম্ভাবনা ও সমস্যা

গোলাম মোর্তোজা

শিক্ষা সুযোগ না অধিকার-এ নিয়ে বিতর্ক চলছে অনেক অনেক কাল ধরে। কথাটা আমাদের দেশের ক্ষেত্রে বলছি, বলছি উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে। বিতর্ক চলছে, কিন্তু সেই বিতর্কের কোনো সমাধান হচ্ছে না। শিক্ষাকে যারা অধিকার হিসেবে দাবি করেন, তাদের যুক্তি শিক্ষাখাতে ভর্তুকি আরো বাড়াতে হবে। কোনো অবস্থাতেই উচ্চ শিক্ষার জন্য ব্যয় বাড়ানো যাবে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র বেতন ব্রিটিশ বা পাকিস্তান আমলে যা ছিল এখনও প্রায় সেরকমই আছে। বেতন না বাড়িয়ে প্রায় বিনা খরচে উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। তাহলে ধনীর ছেলেমেয়েরা যেভাবে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ পাবে, একইভাবে প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে উঠে আসা কৃষকের সন্তানেরা পাবেন উচ্চ শিক্ষার সুযোগ। এই যুক্তিটির মধ্যে যুক্তি তো আছেই, আবেগও ষোলো আনা। ফলে এই যুক্তির বিরোধিতা করা যে সবার জন্যেই কষ্টকর। আবার এই যুক্তির যারা বিরোধিতা করেন, তাদের কথা প্রাথমিক বা মাধ্যমিক স্তরে সরকার ভর্তুকি দিতে পারে। কিন্তু উচ্চ শিক্ষাকে বিনামূল্যে করার প্রয়োজন নেই। তাদের দাবি বিনামূল্যে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ থাকার কারণেই শিক্ষার মান কমছে। বাড়ছে উচ্চ শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা। সৃষ্টি হচ্ছে না চাকরির ক্ষেত্র। যার অনিবার্য পরিণতিতে নৈরাজ্য আর হতাশার সাগরে ডুবে যাচ্ছে উচ্চ শিক্ষিত যুব সমাজ।

এই কথাগুলো অযৌক্তিক তো নয়ই, বরং অনেক খানি সঠিক। কিন্তু প্রশ্ন হলো উচ্চ শিক্ষার ব্যয় যদি বাড়িয়ে দেয়া হয় তাহলে শহর বা গ্রাম থেকে উঠে আসা মধ্যবিত্তের সন্তানটির অবস্থা কী হবে? তার পক্ষে তো সম্ভব নয় উচ্চমূল্যের উচ্চ শিক্ষার সুযোগ নেয়া। তার কী প্রয়োজন নেই উচ্চ শিক্ষার? আবেগ দিয়ে দেখলে অবশ্যই আছে। যুক্তি দিয়ে দেখলে বিতর্ক আছে। আজকের এই লেখার বিষয় সেই বিতর্কে অংশ নেয়া নয়। তাই এ বিষয়টির আপাতত বিরতি।

১৯৯৩ সালের আগে পর্যন্ত দেশে বিশ্ববিদ্যালয় বলতে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকেই বোঝাতো। ১৯৭৩ সালের অধ্যাদেশ অনুযায়ী চলে এই স্বায়ত্বশাসিত উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো। একই রকম প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয় বা মেডিকেল কলেজগুলো।

বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রী এইচএসসি পাস করে একটি স্বপ্ন নিয়ে। অবস্থান শহর-মফস্বল গ্রাম যেখানেই হোক, তাদের স্বপ্ন এক। তারা ভর্তি হতে চায় বিশ্ববিদ্যালয়ের পছন্দের কোনো বিষয়ে। অধিকাংশের আবার বিষয় পছন্দের প্রয়োজন নেই, ভর্তি হওয়া দিয়ে কথা। একই রকম স্বপ্ন নিয়ে একদল ভর্তি হয় বুয়েটে বা মেডিকেলে। কিন্তু প্রতিবছর যে পরিমাণ ছাত্রছাত্রী পাস করে বের হয়, তার সামান্য অংশই এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ভর্তির সুযোগ পায়। ভর্তি পরীক্ষায় এক একটি আসনের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পনেরো থেকে বিশ জন ছাত্রছাত্রী। যে মেধা নিয়ে একজন বিশ্ববিদ্যালয়, বুয়েট বা মেডিকেলে ভর্তি হচ্ছে, প্রায় একই রকম মেধা নিয়ে আরো অনেকে থেকে যাচ্ছে ভর্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত।

এই বঞ্চিত ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে যারা উচ্চবিত্ত তারা পাড়ি জমাতো আমেরিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া বা বিশ্বের অন্য কোনো দেশে। একটি অংশ চলে যেত পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে। আমেরিকা ইউরোপে উচ্চ শিক্ষার ব্যয় বেশি হলেও ভারতে অনেক কম, যা প্রায় বাংলাদেশের সমান। ফলে এই খরচ অনেক মধ্যবিত্ত অভিভাবকের পক্ষে বহন করা সম্ভব। এই কারণে ভারতে প্রায় লক্ষাধিক বাংলাদেশের ছাত্রছাত্রীরা পড়াশোনা করছে। অনেক অভিভাবক আবার দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সুযোগ পাওয়ার পরও তার সন্তানকে ভারতে পাঠাতে চান। কারণ ভারতে পড়াশোনা নিয়মিত। চার বছরের কোর্সের জন্যে আট বছর অপেক্ষা করতে হবে না। 'সেসন জট' নামক অদ্ভুত শব্দের সঙ্গে পরিচিত হতে হবে না তাকে। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসগুলোর গুলির শব্দে কেঁপে ওঠার সম্ভাবনাও নেই সেখানে।

বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থা ছাত্রছাত্রীর তুলনায় মান সম্পন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কম। যে প্রতিষ্ঠানগুলো আছে, সেগুলোও নৈরাজ্য, সন্ত্রাস, সেশন জট নানা রকম প্রতিকূলতায় জর্জরিত উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো। ছাত্রদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তারা ক্লাস করে না। ক্লাসের সময় তারা ব্যস্ত থাকে রাজনৈতিক সংগঠনের মিছিল নিয়ে, হল দখলের প্রতিযোগিতা নিয়ে। শিক্ষকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তাদের কোনো জবাবদিহিতা নেই। সপ্তাহে একটি দু'টি ক্লাস নেয়ার চেয়ে তারা বেশি ব্যস্ত থাকেন এনজিও বা দাতা সংস্থার কনসালটেন্সির কাজে। শিক্ষক রাজনীতি গ্রুপ নিয়েও তাদের বদনাম কম নেই।

এরকম একটি অবস্থায় ১৯৯৩ সালে দেশে আবির্ভাব ঘটে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের। শুরুতে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে শংকা ছিল, জনমনে প্রশ্ন ছিল। এই আশংকার অনেকগুলো কারণও ছিল। দেশের প্রথম বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে নর্থ সাউথ। বাংলাদেশের মানুষ একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য বলতে যা বোঝে তার কিছুই ছিল না

এই বিশ্ববিদ্যালয়টির। উপরন্তু সেই সময়টাতে দেশে কোচিং সেন্টারগুলো ছিল জমজমাট অবস্থা। অনেকেই তখন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়কে তুলনা করতে চাইছিল বড় আকারের কোচিং সেন্টারের সঙ্গে। কারণ পাড়া-মহল-ার বিভিন্ন স্থানে একরম দুই রুম বা একটি ফ্লাট ভাড়া নিয়ে গড়ে উঠেছে কোচিং সেন্টার। নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ও গড়ে উঠেছিল বাণিজ্যিক ভবনের একটি অংশে। পড়াশোনার খরচও স্বায়ত্বশাসিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর তুলনায় অনেক বেশি। তাই প্রথম অবস্থায় মানুষ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়কে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করতে পারেনি। ফলে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে এক ধরনের ধোঁয়াশা ভাব ছিল সব সময়ই। বর্তমান সময়ে এসে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সেই ধোঁয়াশা অনেকখানি কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছে। যদিও এখনো অনেক প্রশ্ন রয়ে গেছে।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় যারা প্রতিষ্ঠা করেছে তারা এটাকে সেবা নয়, ব্যবসা হিসেবে নিয়েছেন। এখানে মধ্যবিত্ত মেধাবী সন্তানেরা পড়াশোনার সুযোগ পাচ্ছেন না। কারণ তাদের সেই আর্থিক সামর্থ নেই। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো দরিদ্র মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের কিছুটা সুযোগ দিয়েছে। যদিও তুলনামূলকভাবে সেটা অনেক কম। তাহলে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো শুধু উচ্চবিত্তের জন্যেই?

এ বিষয়ে নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর ড. হাফিজ জি.এ. চৌধুরী বলেন, এতটা সরলীকরণ না করে বিষয়টিকে একটু বাস্তবতার আলোকে মিলিয়ে দেখতে হবে। নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আগে উচ্চবিত্তের সন্তানেরা কিন্তু দেশে পড়াশোনা করত না। তারা পড়াশোনা করত ইউরোপ আমেরিকায়। এরফলে মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা চলে যেত দেশের বাইরে। এখন আর তারা দেশের বাইরে পড়তে যাচ্ছে না। আমরা বিদেশের পড়াশোনার মান এখন দেশেই প্রতিষ্ঠা করেছি।

সেই পুরনো বিতর্ক উচ্চ শিক্ষা বিনা পয়সায় থাকা উচিত কী উচিত না বিষয়ক এক প্রশ্নের উত্তরে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর বলেন, আমি মনে করি উচ্চ শিক্ষা বিনা পয়সায় হওয়া উচিত নয়। শুধু মেধাবী এবং দরিদ্রদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা থাকতে পারে। এছাড়া যাদের সামর্থ আছে, তাদের অবশ্যই অর্থ ব্যয় করে পড়া উচিত। আমাদের এখানে উচ্চমানের শিক্ষক, ল্যাব, ক্লাসরুম এসবের অনেক খরচ। তবুও আমরা মার্কিন স্ট্যান্ডার্ডের শিক্ষা দিচ্ছি যার খরচ যুক্তরাষ্ট্রে আমাদের পাঁচ গুণ।

এখানে সরকারি অনুদানের প্রশ্নও আছে। আমরা এক পয়সাও অনুদান পাই না। যেখানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পায় বছরে ১০০ কোটি টাকার মত। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার খরচও অনেক। শুধু ঐ টাকাটা অভিভাবকরা না দিয়ে দিচ্ছে সমাজ। সেখানে এক চাষীর ছেলে আর সালমান রহমানের ছেলে দু'জনেই পড়ছে সরকারের ওপর। আমরা এখানে স্কলারশিপ দিচ্ছি দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদের। এ মুহূর্তে সাত শতাংশ ছাত্রছাত্রী স্কলারশিপে পড়ছে এখানে। আমরা আরও স্কলারশিপ স্থাপনের চেষ্টা করছি। বিভিন্ন কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানে এনডাওমেন্টের জন্য আবেদন করেছি।

এ কথা সত্যি যে দেশে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর বিদেশে পড়তে যাওয়ার হার বেশ কমেছে। এছাড়া কিছু কিছু বিশ্ববিদ্যালয় আমেরিকা, ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়ার কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী পড়াশোনার ব্যবস্থা করছে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করে বের হওয়া ছাত্রছাত্রীরা চাকরির সুযোগ পাচ্ছে। ভালোও করছে।

যদিও সবচেয়ে মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা এখনো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বা বুয়েটেই ভর্তি হতে চায়, এবং ভর্তি হয়। তারপরও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করে বের হওয়া ছাত্রছাত্রীরা কর্মক্ষেত্রে ভালো করছে কীভাবে? বিষয়টির ব্যাখ্যা দিলেন ড. হাফিজ জি.এ চৌধুরী। তার কথা, আমরা যে টেকনিকাল এডুকেশন দিচ্ছি সেটা অত্যন্ত উঁচুমানের। আমাদের কম্পিউটার সায়েন্স ডিপার্টমেটে এবং কম্পিউটার ফ্যাসিলিটিজ যে কারো সঙ্গে তুলনা করা যায়। তাছাড়া আমাদের বিবিএ প্রোগ্রামও খুবই ভালো। যদি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইবিএর সঙ্গে তুলনা করেন, তবে দেখবেন যে তারা পাচ্ছে সবচেয়ে মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের, যাকে বলে ক্রিম অব দ্য গ্রুপ। আর আমরা পাচ্ছি তার পরের গ্রুপকে। তারপরও বিভিন্ন ব্যাংক ও বহুজাতিক কোম্পানিগুলো তাদের চাকরির অফার দিচ্ছে। তাদের পঞ্চাশ ভাগেরও বেশি আমাদের ছাত্রছাত্রী।

একাডেমিকস-এর বাইরেও আমরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে এগিয়ে। আমাদের কেরিয়ার পে-সমেন্টে অফিস আছে যেখান থেকে বিভিন্ন কোম্পানিতে আমাদের গ্র্যাজুয়েটদের সিভি পাঠানো হয়, ফেয়ারও হয়। তারপর এসব প্রতিষ্ঠানগুলো ক্যাম্পাসে এসেই ইন্টারভিউ করে প্রার্থী বাছাই করে। এই রকম ফ্যাসিলিটিজ কোন সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় দিচ্ছে না। হ্যাঁ, ড্রব্যাক তো আছেই। আমাদের নিজস্ব ক্যাম্পাস নেই। মাঠ নেই। তবে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রহণযোগ্যতা যত বাড়বে, আমরা এসব ড্রব্যাক তত কাটিয়ে উঠতে পারবো।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের নিয়ম অনুযায়ী পাঁচ বছরের মধ্যে প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের আলাদা ক্যাম্পাস গড়ে তুলতে হবে। কিন্তু বাংলাদেশের কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ই আট নয় বছরে সেই দাবি পূরণ করেনি। নর্থ সাউথ আইইউবি এরকম দু'একটি বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া অধিকাংশই এখনো চলছে কোচিং সেন্টার আলোকে। এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ওপরে সরকারের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই বললেই চলে। সে কারণে প্রতিনিয়তই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে দুর্নীতির খবর বের হচ্ছে। আবিষ্কার হচ্ছে বেসরকারি ভুয়া বিশ্ববিদ্যালয়। সম্প্রতি জানা গেল কুমিল-া বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা ক্যাম্পাস নামক একটি ভুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের খবর। প্রায় সাড়ে চারশ' ছাত্রছাত্রী হয়েছে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতারণার শিকার। কুমিল-া বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে এই বিশ্ববিদ্যালয়টি ঢাকায় খোলা হয়। ভাইস চ্যান্সেলর হিসেবে অধ্যাপক শামসুল হকের নাম প্রচার হয়। আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় যেমন পেন স্টেট ইউনিভার্সিটি, জর্জ ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে শিক্ষাগত সহযোগিতা আছে বলেও ছাত্রছাত্রীদের বলা হয়েছিল। কিন্তু তারপর জানা গেল কুমিল-া বিশ্ববিদ্যালয় বা কুমিল-া বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা ক্যাম্পাস বলে কোনো

বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্তিত্ব নেই। অথচ কয়েক বছর ধরে তারা ছাত্রছাত্রী ভর্তি করে টাকা পয়সা নিয়ে আসছিল। এখন প্রায় সাড়ে চারশ' ছাত্রছাত্রী অনিশ্চিত জীবনের মধ্যে পড়েছে। অভিভাবকদের অর্থের অপচয় তো হয়েছেই।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বয়স আট বছর হয়ে গেছে। এরমধ্যে গড়ে উঠেছে অনেকগুলো বিশ্ববিদ্যালয়। কাগজে কলমে আছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের অনুমতি নিয়েই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হবে। এছাড়া ১৯৯২ সালে 'প্রাইভেট ইউনির্ভাসিটি এ্যাক্ট ১৯৯২' পাস করা হয়েছে। কিন্তু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচয়ে গজিয়ে ওঠা ভূয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ওপর সরকার নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। অন্যদিকে দেশের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর নিজেদের মধ্যে কোনো সমন্বয় নেই। ফলে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে জনমনে সন্দেহ থাকছেই। সরকার কোনো ক্ষেত্রেই সঠিক ব্যবস্থা নিতে পারে না। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রেও পারেনি। কিন্তু দেশের বেশ কিছু বিশ্ববিদ্যালয় ইতিমধ্যে তাদের গ্রহণযাগ্যতা প্রমাণ করেছে। প্রমাণ করেছে তাদের পড়াশোনার মান অনেক উন্নত দেশের সঙ্গে তুলনীয়। কিন্তু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নিজেদের মধ্যে সমন্বয় গড়ে তুলতে না পারার কারণে প্রতিনিয়তই তাদের প্রতিকূলতার মুখোমুখি হতে হচ্ছে। এই অবস্থা কাটিয়ে উঠতে হলে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের শুধু সরকারের দিকে তাকিয়ে থাকলে চলবে না। নিজেদের উদ্যোগী হতে হবে। খুঁজে বের করতে হবে ভূয়া বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে। মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো প্রচারনা চালাচ্ছে তাদের বিষয়ে নিতে হবে ব্যবস্থা। ব্যবস্থা নিতে না পারলেও সরকারের সামনে সুনির্দিষ্ট তথ্য হাজির করতে হবে। তাহলে দরকারে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে। ফলে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অবস্থান সমাজে আরো সুসংহত হবে।

বর্তমান বাংলাদেশে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্ব অস্বীকার করার উপায় নেই। নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভিসির মতে, প্রতি বছর কয়েক লাখ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার যোগ্যতাসম্পন্ন ছাত্র-ছাত্রী এইচএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হচ্ছে। কিন্তু আমাদের সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আসন সংখ্যা সীমিত। এর কারণে যাদের সামর্থ আছে, সেই ছেলে-মেয়েরা চলে যায় বিদেশে পড়তে। এতে শুধু ব্রেইন ড্রেনই হচ্ছে না, প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা চলে যাচ্ছে বিদেশে। আর যারা সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আসন পাচ্ছে, তাদেরও থাকছে অনিশ্চয়তা। মূলত সেশনজট ও সন্ত্রাসের দুশ্চিন্তা। কে কখন ডিগ্রি পেয়ে বেরোবে তার নিশ্চয়তা নেই তাই বাবা-মা চিন্তিত ছেলে-মেয়েদের নিরাপত্তা নিয়ে। আমরা এখানে চেষ্টা করছি একটা তুলনীয় বিকল্প দিতে। যেখানে ছেলে-মেয়েরা সময় মত, নিরাপদে পড়াশোনা শেষ করতে পারবে। আবার ব্রেইন ড্রেন ও ফরেন একচেঞ্জ ড্রেন থামিয়ে সমাজের অনেক লাভ হবে।

সবচেয়ে মেধাবী ছেলে-মেয়েরা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলাতে না এলেও তারা সমাজে পিছিয়ে পড়ছে না। সমান তালে আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে কিছুটা এগিয়েও যাচ্ছে তারা। এর কারণ কী? এর মূল কারণ আধুনিক ও জনপ্রিয় প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো অন্তভূক্তি করা হয়েছে। এছাড়া ভাষার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে। ঢাকাসহ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলো পড়াশোনা হয় মূলত বাংলা ভাষায়। ইংরেজিতেও অনেকেই পড়াশোনা করে। তবে সেই সংখ্যা অনেক কম। তুলনামুলকভাবে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা ইংরেজিটা ভালোভাবে রপ্ত করছে। আমি বলছি না যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বা বুয়েট, মেডিকেল বা অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলে-মেয়েরা ইংরেজি শিখছে না, অবশ্যই শিখছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইবিএ, বুয়েটে পড়াশোনার মাধ্যম ইংরেজি। তারা পড়ছে এবং ভালো করছে। কিন্তু আমাদের ওভারঅল ইংরেজির মান ভালো নয়। ছাত্র হিসেবে মেধাবী, রেজাল্ট ভালো কিন্তু ইংরেজিটা ভালো না জানার কারণে অনেকে পিছিয়ে পড়ছে। এখানে এগিয়ে যাচ্ছে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা। কারণ তাদের জন্যে ইংরেজিটা বাধ্যতামূলক। ফলে মেধা কম থাকলেও চাকরির ক্ষেত্রে এসে সাফল্য পাচ্ছে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের ভালো করার কারণ বলতে গিয়ে ড. হাফিজ জি.এ সিদ্দিকী বললেন, আমাদের কারিকুলাম অত্যন্ত উন্নত। পৃথিবীর বিভিন্ন নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়ের কারিকুলাম অবলম্বনে আমাদেরটা তৈরি করেছি আমরা। অবশ্যই বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে রূপায়ণ করেই। তাছাড়া আমাদের পড়াশোনার মাধ্যম ইংরেজি। সব পাঠ্যবই ও লেকচার ইংরেজিতেই। সেজন্য আমাদের সব গ্র্যাজুয়েটদেরই ইংরেজির স্ট্যান্ডার্ড ভালো, যা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বেশ মূল্য পায়। আমার দেখা মতে ইংরেজিতে ভালো যারা তারাই পেশাগত জীবনে ভালো করে।

এছাড়া বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছত্রীদের ক্ষেত্রে অভিযোগ তারা বাস্তবমুখী শিক্ষা পাচ্ছে না। এই সমাজের সঙ্গে মিলিয়ে নেয়ার জন্যে যে বাস্তবতার মুখোমুখি হওয়া প্রয়োজন সেটা তারা পাচ্ছে না। এ বিষয়ে নাম প্রকাশ না করে একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি বলেন, 'বাস্তবমুখি শিক্ষা বলতে যদি বোঝেন, গুলির শব্দ শুনতে হবে, সন্ত্রাস করতে হবে, সেশন জট থাকতে হবে- তাহলে আমি বলব আমরা পিছিয়ে আছি এবং এখানে আমরা এগুতে চাইও না।'

এ বিষয়ে নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভিসি ড. সিদ্দিকী বলেন, 'অবশ্যই বাস্তবমুখী শিক্ষা পাচ্ছে। আমাদের এখান থেকে যারা পাস করে বেরোচ্ছে তাদের মূল্য সমাজে ও পরিবারের কাছে বৃদ্ধি পাক, এটাই তো আমাদের লক্ষ্য। প্রতিটি কোর্সে আমরা এথিকস এবং ভ্যালুজ শেখাচ্ছি। আর আমি তো শুধু প্রশাসকই না, একজন শিক্ষকও। শিক্ষক হিসাবে আমি অবশ্যই দেখতে চাই আমাদের ছাত্ররা যোগ্য নাগরিক হবে, দেশ এবং দেশের উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে।'

গত আট বছরে দেশে গড়ে উঠেছে অনেকগুলো বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়। তাদের স্ট্যান্ডার্ডও আগের চেয়ে অনেক বেড়েছে। এ চিত্র কোনো কোনোটির, সবগুলোর নয়। যেমন নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় শুরুর দিকে ভর্তি পরীক্ষার ব্যবস্থা ছিল না। অর্থ থাকলেই ভর্তি হওয়া যেত। এখন শুধু অর্থ থাকলেই

ভর্তি হওয়া যাচ্ছে না। প্রয়োজন হচ্ছে অর্থের পাশাপাশি মেধারও। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো অতটা না হলেও বেশ কঠিন প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হতে হচ্ছে ছাত্র-ছাত্রীদের।

নর্থ সাউথ, আইইউবি, ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক, ইস্টওয়েস্ট ইউনির্ভাসিটি, ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস এগ্রিকালচার এন্ড টেনোলজি, ইনস্টিটিউট অব বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেম, ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজী অ্যান্ড সায়েন্স, ভূঁইয়া একাডেমী, গণ বিশ্ববিদ্যালয়, কুইন্স ইউনিভার্সিটি প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বেশ সুনামের সঙ্গে শিক্ষাক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এছাড়া প্রতি বছরই দু'একটি করে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠছে। উপযোগিতা আছে বলেই গড়ে উঠছে বিশ্ববিদ্যালয়। এখনো পর্যন্ত গড়ে ওঠা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে অঘোষিতভাবে এক নম্বরে অবস্থান করছে নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় মানেই উচ্চবিত্তের স্থান, সুতরাং এর বিরোধিতা করতে হবে- এমন মানসিকতা আমাদের সমাজের একটি অংশের মধ্যে আছে। এই মানসিকতা ত্যাগ করা প্রয়োজন। ভাবতে হবে এভাবে, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা পড়ছে, তাদের মধ্যে অনেকেই হয়ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বুয়েট বা মেডিকেলে সুযোগ পায়নি। তাদের চলে যাওয়ার কথা ছিল বিদেশে কারণ তাদের পরিবারের সেই আর্থিক সংগতি আছে। কিন্তু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কারণে তারা এখন থেকে যাচ্ছে দেশেই। শিক্ষা খরচ বেশি হলেও সেই অর্থ থেকে যাচ্ছে দেশেই। আর ধনী-গরিব বৈষম্য পৃথিবীর সব সমাজেই ছিল, আছে এবং থাকবে। এমন কী সাবেক সমাজতান্ত্রিক দেশের ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য। মানুষ এই অবস্থা থেকে বের হতে চায়। কিন্তু সেই পথ সম্ভবত মানুষের জানা নেই। শিক্ষা সুযোগ নয়, অধিকার- হ্যাঁ এই দাবি ঠিক। কিন্তু অধিকার নিয়ে না হয় উচ্চ শিক্ষিত হওয়া গেল, তারপর? সেই বাস্তবতাটা কী আরো অনেক বেশি কঠিন নয়। তাই শুধু উচ্চ শিক্ষার অধিকার নিয়ে চিহ্নিত না থেকে, কারিগরি শিক্ষার বিষয়টি খুব গুরুত্বের সঙ্গে ভেবে দেখা প্রয়োজন। উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত একজন বেকার যুবকের চেয়ে কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত একজন উপার্জনক্ষম যুবক এই সমাজের জন্যে আজ অনেক বেশি প্রয়োজন।

তবে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়ে যারা এগিয়ে আসছেন, তাদের সমাজের প্রতি দেশের প্রতি আরো কমিটেড হতে হবে। শুধু ব্যবসা নয়, মানুষের দুয়ারে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেয়াটাও তাদের অন্যতম আদর্শ হওয়া উচিত। উচ্চ বিত্ত থেকে অর্থ নিয়ে সমাজের দরিদ্র অথচ মেধাবী ছেলে-মেয়েদের সুযোগ করে দেয়া উচিত। এই সুযোগ কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয় এখন কিছুটা দিচ্ছে। তবে পরিমাণ আরো বাড়ানো প্রয়োজন। তাহলে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্ব বাড়বে, বাড়বে গ্রহণযোগ্যতা। উপকৃত হবে দেশ, দেশের মানুষ। যা খুবই প্রয়োজন। ❒

ঢাকা,

২০শে জুলাই, ২০০১।

BUYING, SELLING or REFINANCING

Dedicated to Providing the Best Service

Residential Sales
- Single Family Homes
- Townhomes/Condos
- Investment Properties
- Lots and Land
- Free Professional Counseling

Loans
- Fixed Rates
- Adjustable Rates
- Low or No Down Payments
- Less than Perfect Credit Loans
- Cashout Refinancing
- No Green Card Loans

Our focus is to make the process of buying/selling a home as efficient and stress free as possible.

Please call me for all your Real Estate needs :

MUHAMMAD A. ALI

Hillsdale Properties
920 Hillview Ct., Suite 180
Milpitas, CA 95035

Phones : (925) 242-0370 (W)
(925) 830-2795 (H)
Fax : (925) 242-0371
E-mail : MALI764994@aol.com